গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা

২০১৭

দেশের ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলা পরিচালনা ও খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর আর্থিক অনুদান দেয়া হয়ে থাকে। দেশের খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সরকার রাজস্ব বাজেট হতে এ অনুদান প্রদান করে থাকেন।

০২। ক্রীড়া ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের অনুদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

(১) ক্রীড়া ফেডারেশন/ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্টার্ড হতে হবে। এ রেজিষ্ট্রেশন সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতে করতে হবে;

(২) ক্রীড়া ফেডারেশন/ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টার বিহীন হলে কমপক্ষে একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার সুপারিশের প্রয়োজন হবে;

(৩) ক্রীড়া ফেডারেশন/ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলা পরিচালনা/খেলার মাঠ সংস্কার/কৃতি খেলোয়াড়দের পুরস্কার/বিবিধ কাজ এর জন্য এ অনুদান দেয়া হবে;

(৪) ৩০% মাননীয় সংসদ সদস্যদের সুপারিশক্রমে তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় ক্রীড়া ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা পরিচালনা ও খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য বিতরণ করা হবে;

(৫) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ৩৫%, উপমন্ত্রী ২৫% এবং সচিব ১০% তাঁদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরি-ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের কোর্ডে বরাদ্দকৃত খাত হতে অনুদান হিসেবে দেয়া হবে।

(৬) অনুদানের হার ২,০০০/- টাকা হতে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে;

(৭) কোন প্রতিষ্ঠান একই অর্থ বছরে একাধিকবার অনুদান পাবে না;

(৮) জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরের পর বিল করে অর্থ উত্তোলন করে উত্তোলনকারী উপযুক্ত সনাক্তকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদান করতে হবে এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিলে প্রতিস্বাক্ষরের পর অর্থ উত্তোলন করা যাবে;

(৯) এ অর্থ ব্যয়ে যাবতীয় আর্থিক বিধান ও নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করতে হবে;

(১০) অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম হলে কিংবা কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ সরকারের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। যে কোন ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের অনুদান কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করার ক্ষমতা মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করে;

(১১) যে উদ্দেশ্যে অনুদান প্রদান করা হবে তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না। অনুদানের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা, তা মনিটর করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ক্রীড়া পরিদপ্তরের জেলা ক্রীড়া অফিসার মনিটর করবে।

০৩। প্রতি ০৫(পাঁচ) বছর অন্তর এর নীতিমালা পর্যালোচনা এবং সময়োপযোগী পরিবর্তন, প্ররিবর্দ্ধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৭/৪/২০১৫ইং

মোঃ আসাদুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব